বানৌজা নবযাত্রা এবং বানৌজা জয়যাত্রা এর কমিশনিং অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

এনভি-৪, চট্টগ্রাম নৌ জেটি সংলগ্ন, চট্টগ্রাম, রবিবার, ২৮ ফাল্গুন ১৪২৩, ১২ মার্চ ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
কুটনীতিকবৃন্দ,
সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম

মহান স্বাধীনতার মাস এই উত্তাল মার্চে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ নবযাত্রা ও জয়যাত্রার কমিশনিং-এ উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। ১৯৭১ সালের এই মাসে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে। আজ সেই মার্চ মাসে আমাদের সকলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন-ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের অংশ হিসেবে দু'টি সাবমেরিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

আজকের দিনটি শুধু বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ দিন। এই ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু'লাখ সম্ভ্রম হারা মা-বোনকে। যাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা নৌবাহিনীকে 'নেভাল এনসাইন' প্রদান করেছিলেন এবং দেশের প্রয়োজনে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছিলেন।

জাতির পিতার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য আজকে আমরা সাবমেরিন সংযুক্ত করতে পেরেছি। বিশ্বের মাত্র গুটিকতক দেশ সাবমেরিন পরিচালনা করে থাকে। সেই তালিকায় আজ থেকে বাংলাদেশের নাম স্থান পাবে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার একটি বিষয়।

১৯৯৬ সালে আমাদের সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নৌবাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নৌবাহিনীকে নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা বাস্তবায়নের ফলে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিশ্ব দরবারে একটি মর্যাদা সম্পন্ন বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

প্রিয় সুধি,

আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ উন্নত বিশ্বের নৌবাহিনীর ন্যায় জাতিসংঘের ব্যানারে বছরের পর বছর আন্তর্জাতিক জলসীমায় টহলরত থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দু'টি সাবমেরিনকে আধুনিকায়ন, সাবমেরিনের সকল ক্রুকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং হস্তান্তর পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে চীন, বাংলাদেশের প্রতি যে অকৃত্রিম সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো তার জন্য আমি গণচীনের সরকার, নৌবাহিনী ও সর্বোপরি গণচীনের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সাবমেরিনারদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে চীনা নৌবাহিনীর যে সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

Our Friends From China,

I would like to thank the Dalian Liaonan Shipyard and all associated personnel for maintaining highest standard to modernize these two submarines. May I also thank and welcome our friends from china who have come a long way to attend this ceremony.

প্রিয় সাবমেরিনার বৃন্দ,

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম দুটি সাবমেরিনের ক্রু হতে পারায় আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। এটি একটি বিরল সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয়। আমি জানি, সাবমেরিন পরিচালনার কাজটি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি অত্যন্ত গর্বেরও বটে। আপনাদের প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ কাজে লাগিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এই কঠিন কাজটিও আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

আপনারা নবীন ক্রু। আপনাদের লক্ষ্য হবে সমুদ্রে সফলভাবে সাবমেরিন চালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রকৃত অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। পাশাপাশি নবগঠিত এই সাবমেরিন আর্মকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে নীতিমালা, অবকাঠামো ও ইক্যুইপমেন্টের দরকার তা তৈরি করার ক্ষেত্রেও আপনাদের অবদান রাখতে হবে।

দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে অসীম সাহসের সাথে সাবমেরিন চালনার চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হবে। আজকে আমি আমাদের সাবমেরিনারদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন গর্বিত ইতিহাস স্মরণ করতে চাই। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দেশপ্রেমী এবং অকুতোভয় একদল প্রশিক্ষিত সাবমেরিনার। তাদের সফল অপারেশনের ফলে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সরবরাহ লাইন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

বাঙালি জাতির ইতিহাস বীরের ইতিহাস। কাজেই আমি নিশ্চিত আপনাদের দেশপ্রেম, মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে এই সাবমেরিন দুটির সর্বোত্তম ব্যবহার আপনারা নিশ্চিত করবেন। আপনাদের সকল অপারেশনাল মিশন যেন সফল হয় সেজন্য সবসময় আমার শুভকামনা থাকবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

বাংলাদেশ একটি শান্তি প্রিয় দেশ। সকল দেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। তবে শান্তিপ্রিয় বলে অন্যায় ও অবিচারকেও বাঙালি কখনো মেনে নেয়নি। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, জাতির আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আমরা কোনদিন আপোষ করিনি। ভবিষ্যতেও যেন কোন অবস্থায় আমাদের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত না হয় সেজন্য একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী আমাদের প্রয়োজন।

২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আমাদের সরকার আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অতীতের ন্যায় আমাদের ভূখ-কে ব্যবহার করে কেউ যাতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর।

আজ যে সাবমেরিন দু'টি বাংলাদেশ নৌবহরে যুক্ত হয়েছে, দেশের সংকটময় মুহূর্তে এ দু'টি সাবমেরিন আত্মরক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বহিশত্রুর আগ্রাসন হতে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারে সাবমেরিন দু'টি অভূতপূর্ব সক্ষমতা যোগ করেছে।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফায় পূর্ব বাংলায় নৌ-বাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপনের দাবী উত্থাপন করেন। তাঁর প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে ১৯৭৪ সালেই সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ক আইন "Territoral Waters and Maritime Zones Act-1974" প্রবর্তন করেছিলেন। যা নিয়ে তখন আন্তর্জাতিক আদালতও কাজ শুরু করেনি।

পরবর্তীতে এই আইনের সুরক্ষা দ্বারাই শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মায়ানমারের কাছ থেকে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এবং ভারতের কাছ থেকে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করি। উন্মোচিত হয়েছে আমাদের ব্লু ইকোনোমির সম্ভাবনাময় দুয়ার।

আমরা এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নৌ-বাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছি। স্বাধীনতার ৪৬ বছরেও আমাদের নৌবাহিনীর সাবমেরিন ছিল না। সাম্প্রতিক অত্যাধুনিক সাবমেরিন যুদ্ধ জাহাজ নৌ বাহিনীতে যুক্ত হয়ে

আমাদের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। আক্ষরিকভাবেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে, ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে নৌবাহিনীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক জাহাজ সংযুক্তি বর্তমান সরকারের আমলে হয়েছে।

সম্প্রতি গণচীন হতে সংগৃহীত অত্যাধুনিক করভেট নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে নিজস্ব সামর্থ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রথমবারের মত অত্যাধুনিক এলপিসি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চট্টগ্রাম ড্রাইডকে ফ্রিগেট নির্মাণের প্রকল্প বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশ অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। সময়ের প্রয়োজনে বর্তমান সরকারের আমলেই সমুদ্রে বিভিন্ন অপ্রথাগত হুমকি মোকাবিলার জন্য নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস্ গঠন করা হয়েছে।

ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ ছিল নৌবাহিনীর জন্য আকাশের সীমানা উন্মোচন। বর্তমান সরকারের আমলে হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্ট নিয়ে গঠিত হয় নেভাল এভিয়েশন।

শীঘ্রই এতে আরও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও অত্যাধুনিক সমর ক্ষমতা সম্পন্ন হেলিকপ্টার সংযোজিত হবে। এয়ার ক্রাফট সংযোজনের ফলে নৌবাহিনী স্বল্প সময়ে বিশাল সমুদ্র এলাকায় টহল এবং পর্যবেক্ষণে সক্ষমতা অর্জন করেছে, যা সমুদ্রসীমা এবং সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

নৌবহর বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ও সাবমেরিন ঘাঁটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় পটুয়াখালীর রাবনাবাদ এলাকায় 'বানৌজা শেরে বাংলা' নামে নৌবাহিনীর নির্মাণাধীন সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটির ভিত্তি প্রস্তর আমাদের সরকারের সময় স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও নৌবাহিনীতে চাকুরীরত কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ-অঞ্চলে একসাথে অনেকগুলো বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ জন্য নৌবাহিনীর যে ধরণের বাজেট সহায়তা দরকার তা বর্তমান সরকার পূরণ করবে।

সাবমেরিন সংযোজনের সাথে সাথে এর নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় জড়িত আছে। সাবমেরিনের জন্য পৃথক ঘাঁটি নির্মাণসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি সত্যিকারের ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিয়েছিলাম তা আজ পূরণ হল। সেজন্য আমি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্বে এখন বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশে উন্নীত হয়েছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.১১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে যুক্ত হয়েছে। একটি সুন্দর আগামী আমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে। দেশের অগ্রগতির সাথে সাথে নৌবাহিনীরও নতুন রূপে ও নতুন শক্তিতে নবযাত্রা শুরু হয়েছে। আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ নবযাত্রা ও জয়যাত্রার শুভ কমিশনিং ঘোষণা করছি। দেশের সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা বিধানে 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়' এই ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর অভিযাত্রা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকুক এই শুভ কামনা করি।

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...